তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫২/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ আলী আহাম্মদ
পিতা-মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ
৩১/৩, মাসদার লিংক রোড
ডাক-নারায়ণগঞ্জ, থানা-ফতুল্লা
জেলা-নারায়ণগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন খান
সহকারী প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ
মগবাজার, ঢাকা ।

রায়

তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৫ ইং

কমিশন সভার ২৯-০২-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২৯-০৩-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ হাজির। অধিকতর শুনানীর জন্য ২০-০৪-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব শেখ আলী আহাম্মদ এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী ০৯-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ, মগবাজার, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

গত ১৮/১০/১৯৯৯ ইং তারিখে ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর নিকট আল-আমিন জামে মসজিদ ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ওয়াকফ্ এস্টেট (যাহার এ সি নং-১৭১১৪) এর মোতাওয়াল্লী শেখ আলী আহম্মদ কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রার্থনা করা হইল। (গত ১৮-১০-১৯৯৯ ইং তারিখে দাখিলকৃত দরখাস্তের ফটোকপি এবং গত ২৬-০৫-১৯৯৯ ইং তারিখে ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর পক্ষে নির্দেশিত আদেশের ফটোকপি অত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হইল)।

আবেদনের প্রেক্ষিতে ২১-১২-২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা ওঃপ্র/নারাঃ/১৫৭ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিমূলক ও সত্য নয় উল্লেখ করে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৫ তারিখে জনাব ফয়েজ আহমেদ ভূইয়া, ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ওয়াকফ্ ভবন, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট উপরে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য । এজন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন এবং সঠিক তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে তথ্য কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ।

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয় এর সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন খান এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২১-১২-২০১৫ তারিখে স্মারক নং ও:প্র:/নারা:/১৫৭ মাধ্যমে প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যের পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করেছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে সরবরাহকৃত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য । অন্যদিকে ওয়াকফ প্রশাসক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কার্যালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব আপীল কর্তৃপক্ষ বিধায় তার কাছে আপীল দাখিল না করে ওয়াকফ প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের যথাযথ হয় নি ।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য সরবরাহযোগ্য কিনা ;
২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা ;
৩. যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা ;
৪. সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিমূলক বা অসত্য কিনা; এবং
৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন কিনা।

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

উল্লেখিত বিচার্য্য বিষয়সমূহ নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

১. নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী গত ১৮.১০.১৯৯৯ তারিখে ওয়াকফ্ প্রশাসক, বাংলাদেশ এর নিকট আল-আমিন জামে মসজিদ ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ওয়াকফ্ এস্টেট (যার এ সি নং-১৭১১৪) এর তৎকালীন মোতাওয়াল্লী (বর্তমান অভিযোগকারী) কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ওয়াকফ্ প্রশাসক কর্তৃক কি পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে । অভিযোগের বিষয়বস্তু ছিল জনৈক মোঃ নিজাম মুন্সী গং কর্তৃক ওয়াকফ এস্টেটের টাকা পয়সা লুট করে নেওয়া সংক্রান্ত । এ সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত এস্টেটের মোতওয়াল্লী হিসেবে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানতে চাইতে বা সরবরাহ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কোন ধারায় বাধা নেই । কাজেই অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য ছিল ।

২. নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর ০৯.১২.২০১৫ তারিখের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির পর গত ২১.১২.২০১৫ তারিখে তার প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করেছেন । তিনি সরবরাহকৃত তথ্যে জানিয়েছেন যে, অভিযোগকারীর গত ১৮.১০.১৯৯৯ তারিখের আবেদনপত্রের বিষয়টি মোতওয়াল্লী অপসারণের আবেদনের সাথে একত্রে নথিতে উপস্থাপন করে গত ২১.১১.১৯৯৯ তারিখের আদেশবলে উপ-প্রশাসক-১ এর সেরেস্তায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে শুনানীঅন্তে গত ২৮.০৪.২০০৩ তারিখের আদেশে ইহা নিষ্পত্তি করা হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ এর উপধারা (১) অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের সময়সীমা ০৯.১২.২০১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী ২০ কার্যদিবস এবং দেখা যায় যে, উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই অর্থ্যাৎ ২১.১২.২০১৫ তারিখে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা আইনানুগ মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

৩. নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী গত ৩০.১২.২০১৫ তারিখে ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ বরাবর আপীল আবেদন করেছেন । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(ক) উপধারায় আপীল কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । উক্ত সংজ্ঞায় " আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থ -(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান" মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওয়াকফ্ প্রশাসকের কার্যালয়ের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয় হচেছ ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ । কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ তথা আপীল কর্মকর্তার নিকট আপীল দায়ের করেন নি ।

৪. নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, ওয়াকফ্ প্রশাসকের দপ্তর থেকে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দাখিল করা হয় এবং ওয়াকফ্ এস্টেটের মূল নথি তথ্য কমিশনে উপস্থাপন করা হয় । জবাব ও মূল নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর ১৮.১০.১৯৯৯ তারিখের আবেদনটি ১৯.১০.১৯৯৯ তারিখে উক্ত অফিসের ডাইরী নং ৩৩৬৩ মূলে গৃহীত হয়েছে । উক্ত আবেদনটি ছিল জনৈক মোঃ নিজাম মুন্সী গং কর্তৃক মসজিদ ও এস্টেটের অনুদানের অর্থ জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যা তৎকালীন মোতাওয়াল্লী (অত্র অভিযোগকারী) দাখিল করেছিলেন যাতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে ০৭.০৩.৯৯ তারিখ থেকে টাকা নিয়ে যাবার অভিযোগ করেছেন । অন্যদিকে উক্ত মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে তাকে অপসারণের জন্য তৎপূর্বেই অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল যার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৫.০৯.১৯৯৯ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ১৮.১০.৯৯ তারিখের আবেদনটি একত্রে উপস্থাপিত হলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শুনানীর জন্য উপ-প্রশাসক-১ এর সেরেস্তায় অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত প্রতিবেদন ও আবেদনের ভিত্তিতে শুনানী অন্তে ২৮.০৪.২০০৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয় । উপস্থাপিত মূল নথির নোটশীটে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নেওয়া হয়েছে দেখা যায় । তদনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিকর বা অসত্য মর্মে অভিযোগকারীর দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় না ।

৫. নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিকর বা অসত্য মর্মে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করেন নি মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় ।

আদেশ

উপর্যুক্ত অবস্থায় যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য কমিশনের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হয়েছে, সেহেতু অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগটি খারিজ করা হলো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার